কেরিয়ার ও জীবিকার ক্রোড়পত্র

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ১০ আগস্ট ২০১৭

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও মেধা— দুটোই প্রয়োজন

প্রতিষ্ঠানে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য খুবই প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের কর্মী নিয়োগের সময় অভিজ্ঞতাসম্পন্নদেরই খোঁজা হয়। কিন্তু এখানেও সমস্যা তৈরি হয়। কিছুদিন চলার পর প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মনে হতে পারে শুধু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হলেই চলবে না, দরকার এমন কর্মী যারা প্রকৃতপক্ষে কাজ শিখতে চায়। অর্থাৎ নবীন কর্মী। তবে তার মধ্যে পরিশ্রমের মানসিকতা থাকতে হবে। অর্থাৎ একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্নকে দিয়ে যে কাজ করা যায়, তার চেয়ে অনেক ভালো কাজ করতে পারে নতুন, মেধাবী এবং দক্ষ কর্মী। আবার জটিল কোনও পরিস্থিতিতে নবীন মেধাবীদের দিয়ে কিন্তু কাজ চলে না। তখন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনও ব্যক্তিকেই দরকার। তাঁরাই জটিল পরিস্থিতির সহজ সমাধান বের করতে পারেন। তাই অভিজ্ঞ কিংবা মেধাবী— কাদের গুরুত্ব বেশি, সেটা একটি চিরায়ত দ্বন্দ্ব।

এখানে একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হবে। যেমন কারও ‘ক’ নামের একটি বিশেষ কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে ১০ বছরের। তাকে দিয়ে আপনি কোনওভাবেই ‘খ’ কাজটি করিয়ে নিতে পারবেন না। তার যাবতীয় অভিজ্ঞতা ওখানেই সীমাবদ্ধ। অথচ একজন মেধাবী কর্মী উভয় কাজের জন্যই যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারবে। কারণ তাদের শেখার তীব্র ইচ্ছা থাকে এবং তারা মেধা খাটিয়ে কাজ শিখতে প্রস্তুত।

কাজের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দরকার, সেটি অনস্বীকার্য। কিন্তু তারা সৃষ্টিশীল নয়। তাই এক্ষেত্রে নতুন উদীয়মান কর্মীদের প্রয়োজন। অভিজ্ঞরা যার যার নির্দিষ্ট কাজে যথেষ্ট পারদর্শী, কিন্তু তারা সৃষ্টিশীল নয়। অন্যদিকে, সৃষ্টিশীলতার জন্য আপনার প্রয়োজন হবে সত্যিকারের প্রতিভার। যে কোনও প্রতিষ্ঠান অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষদের কাছ

এরপর দু’য়ের পাতায়

আপনার প্যাশনই আপনাকে কাজের স্বীকৃতি এনে দেবে

কাজের প্রতি ভালোবাসা থাকলে তবে সেটিই পরিশ্রমের ইচ্ছাকে আরও দ্বিগুণ করে তোলে। আসলে ভালো কাজের জন্য প্যাশন খুব জরুরি একটি বিষয়। কাজের প্রতি তীব্র অনুরাগ থাকলে তবেই আপনি কাজটিকে আরও ভালোভাবে করার চেষ্টা করবেন। কারণ আপনার ইচ্ছেটিই সেই কাজের প্রতি আপনাকে আগ্রহী করে তুলবে। কাজের মধ্যে আনন্দ না খুঁজে পেলে কর্মজীবন গতানুগতিক হয়ে পড়বে। ভালো কাজের জন্য তাই প্যাশন আবশ্যক। যে কোনও কাজের জন্য পরিশ্রম করতেই হবে। যে কোনও কাজেই নিজের উদ্ভাবনী শক্তি, ক্ষমতা, দক্ষতা একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। কাজ নিয়ে প্রবল আগ্রহ থাকলেই তা আপনাকে ক্রমশ আরও পরিশ্রমী করে তুলবে। কারণ আপনি কাজের মাধ্যমে নিজের সেরাটা দিতে পারবেন। আসল কথা হল, যে-কাজ আপনি ভালোবেসে করে থাকেন, যে-কাজের জন্য কোনও পরিশ্রমই আপনার কাছে পরিশ্রম বলে মনে হবে না সেই কাজে আপনি যতক্ষণ না সফলতা পাচ্ছেন, সেই কাজ করার তীব্র ইচ্ছে আপনাকে নিশ্চিন্তভাবে থাকতে দেবে না। কাজের প্রতি আপনার ইচ্ছে মনের মধ্যে থাকলে সেটি আপনাকে কাজের জগতে অনেক দূরে পৌঁছে দেবে। এই যে কাজের প্রতি টান, তীব্র অনুরাগ এটি সমস্ত ধরনের কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেরিয়ার গড়ার জন্য শুধু চাকরি পাওয়াই জরুরি বিষয় নয়। চাকরি বজায় রাখাটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেটি করার জন্য আপনাকে ভালোভাবে কাজটি করতে হবে। তবে বাইরে থেকে ভালো কাজ করতে হবে বললেই ভালো কাজ করা যায় না। তার জন্য প্রথমে দরকার ভালোবাসার কাজ। কারণ কাজটির প্রতি আপনি আসক্ত থাকলেই তবে আপনার সেই কাজের প্রতি স্পৃহা বাড়বে। তাই কোন কাজটি আপনি করতে ইচ্ছুক সেই ব্যাপারে আপনার নিজস্ব একটি সিদ্ধান্ত থাকাও জরুরি। কাজের প্রকৃতিটা যদি আপনি বুঝে নিতে পারেন তবে পরিশ্রমের মাধ্যমে সেই কাজটি আপনার কাছে অনেক সহজ হয়ে যাবে। পেশাদারি জীবনটি বেশ লম্বা কিন্তু, কাজে যদি আপনি আনন্দ খুঁজে পান তাহলে সেই লম্বা জীবনটিই আপনার

এরপর তিনের পাতায়

চার থেকে সাত পাতায় শুধুই জীবিকার খোঁজখবর

- প্রতিরক্ষা সংস্থায় ৩২২ ট্রেডসম্যান
- দিল্লি সরকারের অধীনস্থ সংস্থায় ১০৭৩ ক্লার্ক, অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ
- এয়ার ইন্ডিয়ায় সুপারভাইজার
- সীমান্ত পুলিশে ৩০৩ কনস্টেবল নিয়োগ
- ন্যাশনাল টেস্ট হাউসে ৫৩ ওয়েল্ডার, মাল্টিটাস্কিং স্টাফ নিয়োগ
- ভুবনেশ্বর এইমসে ২৪৩ ডাক্তার
- পাঁচটি প্রতিরক্ষা সংস্থায় বিভিন্ন পদে ১৩৬ নিয়োগ
- রাজ্যের ১৫টি কো-অপারেটিভ ব্যাংকে নিয়োগ
- কেন্দ্রের কৃষি মন্ত্রকে মার্কেটিং অফিসার নিয়োগ
- রাজ্যসভার সচিবালয়ে বিভিন্ন পদে ১১১ নিয়োগ
- ইস্টার্ন কমান্ড কলকাতার হেড কোয়ার্টার্সে বিভিন্ন পদে ২৬ নিয়োগ

তিনের পাতায়

পেশা যখন

ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনিং

যুগশঙ্খ
SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১০ আগস্ট ২০১৭

কেরিয়ার অ্যাডভাইস

১০টি উচ্চ বেতনের চাকরি

জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে একটি হচ্ছে নিজের জন্য একটি সঠিক কেরিয়ার তৈরি করা। যার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় প্রায় দ্বাদশ শ্রেণি থেকেই। অর্থাৎ নিজের স্বপ্নগুলো আস্তে আস্তে পাখা মেলতে শুরু করে। তবে শুধু স্বপ্ন নয়, তার জন্য দরকার যথাযথ পরিশ্রম। সেই পরিশ্রমের ওপর ভর করে নিজেকে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তারপর ইন্টারভিউ আর সেইখানে ভালোভাবে উতরে যেতে পারলে আপনার চাকরিজীবন শুরু। মাস গেলে ঠিকঠাক বেতন পেয়ে পকেটভর্তি করে বাড়ি যাওয়া। সকলের জীবনেই স্বপ্ন থাকে খুব ভালোভাবে বেঁচে থাকার। আর তার জন্য প্রয়োজন ভালো বেতন। কেরিয়ার বিশেষজ্ঞদের মতে, ভালো বেতনে চাকরি করতে হলে এই ১০টি কেরিয়ার নিয়ে আপনি চিন্তাভাবনা করতেই পারেন।

বিশ্বের বাজারে এই চাকরিগুলির চাহিদা থাকার পাশাপাশি বেতনও আকর্ষণীয়। জানা গেছে শল্য চিকিৎসকের মাইনে খুব বেশি। বিশ্বের বাজারে একজন শল্য চিকিৎসকের গড় বার্ষিক বেতন ৩ লক্ষ ৫২ হাজার মার্কিন ডলার। প্রথম স্থানে রয়েছে এই পেশার স্থান।

এর পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় জায়গাটি দখল করে নিয়েছে মনোবিজ্ঞানীরা। অন্তত বিশেষজ্ঞদের তাই মত। গবেষণা অনুসারে মনোবিজ্ঞানীদের গড় বাৎসরিক বেতন ১ লক্ষ ৮১ হাজার মার্কিন ডলার। তবে এই বেতন পেতে হলে থাকতে হবে ‘ডক্টর অব মেডিসিন’ সার্টিফিকেট।

পাশাপাশি তৃতীয় স্থানে রয়েছে জেনারেল প্র্যাকটিশনার। এঁদের চাহিদা গোটা বিশ্বেই ক্রমশ বাড়ছে। চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে বেতনও ঊর্ধ্বমুখী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জেনারেল প্র্যাকটিশনারদের গড় বেতন ১ লক্ষ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার। ভেবে দেখুন আপনিও আসতে পারেন এই ধরনের পেশায়।

চিকিৎসা পেশা ছাড়াও অন্যান্য পেশাতেও বেতন বেশ লোভনীয়। এমনিতেই মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ বেশ গ্ল্যামারাস, সেইসঙ্গে বেতন ভালো হলে তো আর কথাই নেই। এই কোম্পানিগুলিতে উচ্চ পর্যায়ের একজন কর্পোরেট এগজিকিউটিভের বেতন হতে পারে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার মার্কিন ডলার। তবে এই চাকুরিতে মানসিক চাপ থাকার পাশাপাশি নতুন চ্যালেঞ্জও রয়েছে। আপনি যদি এই দুটোই নিতে পারেন তাহলে এই পেশা আপনার হলে মন্দ হয় না, চতুর্থ স্থানে রয়েছে এই পেশার স্থান।

আবার ফিরে এলাম চিকিৎসকের কথায়। বেতনের দিক দিয়ে বিচার করলে দন্ত চিকিৎসক রয়েছে চতুর্থ স্থানে। বাৎসরিক বেতন হতে পারে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার মার্কিন ডলার। যে কোনও চিকিৎসা পেশার ক্ষেত্রেই পরিশ্রম খুব বেশি থাকে। তবে বেতন যদি ভালো হয় তাহলে পরিশ্রম করতে কোনও আপত্তি নেই। এই পেশার স্থান রয়েছে পঞ্চম স্থানে।

পাশাপাশি অর্থোডেন্টিক পেশার চাহিদাও বেশি। এদের গড় বাৎসরিক আয় ১ লক্ষ ২৯ হাজার মার্কিন ডলার। বেতনের দিক দিয়ে এই পেশার স্থান রয়েছে ষষ্ঠ স্থানে।

সপ্তম নম্বরে রয়েছে পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার। এই পেশার বেতনও বেশ আকর্ষণীয়। গড় বাৎসরিক আয় হতে পারে ১ লক্ষ ৩০ হাজার।

এই মুহূর্তে একটি লোভনীয় পেশা ডেটা সায়েন্টিস্ট। এই পেশারও চাহিদা রয়েছে। যদি আপনিও এই পেশায় আসতে চান তাহলে চিন্তাভাবনা করতে পারেন। গড় বাৎসরিক বেতন ১ লক্ষ ২৪ হাজার মার্কিন ডলার। এই পেশার স্থান রয়েছে অষ্টম স্থানে।

একটু অন্য ধরনের চাকরি হিসাবে ভাবতে পারেন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের কথা। তবে বর্তমানে এই পেশার চাহিদা খুব বেশি নেই। চাহিদা কমার কারণ হিসাবে রয়েছে আকাশপথে চলাচলের খরচ কমানো, আর সব কিছু স্বয়ংক্রিয় করে তোলার চেষ্টার ফলে পেশার চাহিদা কমছে। তবে এই পেশায় যাঁরা কর্মরত তাঁদের বাৎসরিক গড় বেতন ১ লক্ষ ২২ হাজার মার্কিন ডলার। নবম স্থানে নিজের জায়গা পেয়েছে এই পেশা।

দশম স্থানে রয়েছে ফার্মাসিস্ট। এই পেশার চাহিদাও ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। ফার্মাসিস্টদের গড় বার্ষিক বেতন ১ লক্ষ ২১ হাজার মার্কিন ডলার।

তবে পেশা শুধু যে বেতনের ওপর নির্ভর করে তা নয়, নিজের পরিশ্রম, কাজের প্রতি একাগ্রতা ও ভালোবাসা এই সবগুলি আপনার মধ্যে থাকলে আপনিও ভালো বেতনের চাকরি পেতে পারেন।

চার থেকে সাত
পুরো চার পাতা জুড়ে চাকরির খবর

ব্যবসায় কেরিয়ার

স্বল্প পুঁজির ব্যবসা

বর্তমানে অর্থনৈতিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে যুবক-যুবতীরা প্রায় প্রত্যেকেই স্বাবলম্বী হতে চায়। একটা সময় ছিল মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেরা ব্যবসা থেকে চাকরি করাকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন। এখন সেই ধারণা কিছু হলেও পালটেছে। তবে বেশিরভাগ মানুষের ধারণা থাকে, ব্যবসা শুরু করতে হলে হয়তো অনেক পুঁজি লাগবে। এই সব ভেবে অনেকে পিছিয়ে আসেন। ফলে দেশের বেশিরভাগ যুবকের কাছে পুঁজি কম থাকায় ব্যবসা শুরু করতে পারেন না। আবার এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁদের কাছে পরামর্শ চাইতে গেলে তাঁরাও বলেন ব্যবসা করতে অনেক টাকার প্রয়োজন। এভাবে হাজারও উদ্যোক্তা তাঁদের ইচ্ছাগুলো থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যবসা শুরু করতে অনেক পুঁজি লাগে কথাটা মোটেও ঠিক নয়। পরিকল্পনা সঠিক হলে অল্প পুঁজিতেও ব্যবসা করা সম্ভব।

অনেক ব্যবসা আছে যেগুলো খুব কম পুঁজিতেই শুরু করা যায়। এই ব্যবসাগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি সাধারণ স্তরে থাকা সকল উদ্যোক্তা তা করতে পারেন। স্বল্প পুঁজিতে কয়েকটি ব্যবসার কথা জেনে নেওয়া যাক:

মুদির দোকান

আপনার পুঁজির স্বল্পতা আছে। তাই একটা মুদির দোকান দিতে পারেন। এই ব্যবসার একটা বড় সুবিধা হচ্ছে এতে অতিরিক্ত বুদ্ধিমত্তা লাগবে না। যেখানে দোকান কম কিন্তু বিক্রি হবে বেশি এমন স্থান পছন্দ করে, নিজের ব্যবসা শুরু করতে পারেন।

স্টেশনারি/লাইব্রেরি

বই, খাতা-কলমের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং এর সংশ্লিষ্ট দফতর যেমন বাড়ছে, তেমন এই সমস্ত জিনিসপত্রের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানে রেজিস্টার খাতা, পেনসিল, কলম, ফাইল ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। স্টেশনারি দোকানে এই সব প্রয়োজনীয় খাতা, কলম, পেনসিল, স্কেল ইত্যাদি পাওয়া যায়।

দর্জি

আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সৌখিন নারী-পুরুষেরা বিভিন্ন ডিজাইনের কাপড় পরার প্রতি আগ্রহী। তাই পোশাক কেনার পাশাপাশি তাঁরা দর্জির কাছ থেকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী মাপ ও ডিজাইন দিয়ে বিভিন্ন পোশাক তৈরি করে নেন। এই কারণে কাপড় সেলাই বা দর্জির চাহিদা সব সময়ই থাকে।

মোবাইল ফোনের দোকান

আজকাল দেশের প্রায় প্রতিটি লোকেই মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন। বর্তমানে মোবাইল ফোনের ব্যবসা খুবই লাভজনক। প্রথমে ছোট পরিসরে অল্প কিছু মোবাইল নিয়েই একটা দোকান খুলতে পারেন। আস্তে আস্তে দোকান বড় করতে থাকবেন। এরপর ফোনের অ্যাকসেসরিজও বিক্রি করার কথা ভাবতে পারেন।

বিউটি পার্লার

মেয়েদের জন্য এটি বেশ ভালো ও সহজ ব্যবসা। মাত্র ২-৩ মাসের বিউটিশিয়ান কোর্স করার পর একটি পার্লার খুলতে পারেন। এই ব্যবসাতে নিজের উদ্ভাবনী শক্তিকেও কাজে লাগাতে পারেন। বর্তমান নিজের রূপ নিয়ে মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেরাও বেশ সচেতন। পার্লার ব্যবসার ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না।

জেনারেল স্টোর

জেনারেল স্টোর ব্যবসা খুবই লাভজনক। এসব দোকানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন— সাবান, শ্যাম্পু, সৌন্দর্য প্রসাধনী, কলম, খাতাপত্র ইত্যাদি রাখতে পারেন। এই ব্যবসায় পুরুষের সঙ্গে নারীরাও কাজ করতে পারবেন।

জিম

আজকাল প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাস্থ্যসচেতন। এজন্য অনেকেই জিমে যান। এটাকেই আপনি সুযোগ হিসাবে নিতে পারেন। একটি ভালো স্থান দেখে শুরু করতে পারেন এই ব্যবসা। চাহিদা বাড়লে, উপার্জন বাড়লে বিভিন্ন স্থানে শাখাও বাড়াতে পারেন। বর্তমানে জিমের খুব কদর।

কম্পিউটার, ল্যাপটপ মেরামত

যদি আপনি কম্পিউটার, ল্যাপটপ মেরামত করতে পারেন তবে এটি আপনার জন্য একটি ভালো ব্যবসা হবে। যদি না পারেন তবে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। সরকারিভাবেও প্রশিক্ষণ নেওয়া যায়। মাত্র ৩-৬ মাসের প্রশিক্ষণ নিয়েই কম্পিউটার মেরামতের ব্যবসা খুলতে পারবেন।

হোম ক্যান্টিন

যেখানে জনসংখ্যা অধিক সেখানে কাজকর্মও বেশি। যেখানে অফিস বা প্রতিষ্ঠান বেশি সেখানে এর চাহিদা বেশি থাকে। কাজের চাপে অনেকেই দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য অফিসের বাইরে যেতে পারেন না। তাই আপনি বিভিন্ন অফিসে খাবার সরবরাহ করার জন্য হোম ক্যান্টিন খুলতে পারেন। এজন্য ঘরেই খাবার তৈরি করতে পারেন। তারপর অর্ডার অনুযায়ী যথাসময়েই অফিসে পৌঁছে দিতে পারেন। তবে এই ব্যবসা করতে হলে খাবারের গুণগত মানের পাশাপাশি সময় সম্পর্কে জ্ঞান থাকাও খুব জরুরি। তবে মানুষের মনে নিজের বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পারবেন।

উপহার সামগ্রীর দোকান

উপহার সামগ্রী, বাচ্চাদের খেলনা, ফুলের দোকান ইত্যাদির দোকান খুলতে পারেন।

দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যসামগ্রী

দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রি করেও অনেক টাকা উপার্জন করা যেতে পারে।

মুরগির ব্যবসা

খামার থেকে ব্রয়লার মুরগি, ডিম ইত্যাদি কিনেও ব্যবসা শুরু করতে পারেন। মাত্র ২৫-৩০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করেই লাভজনক এই ব্যবসাটি শুরু করা যায়।

কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও মেধা— দুটোই প্রয়োজন

প্রথম পাতার পর

থেকে তাদের অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য কাজে লাগাতে পারে। কারণ মেধাবী ও কর্মচঞ্চল প্রার্থীর মতো অভিজ্ঞদেরও গুরুত্বের নিজ নিজ ক্ষেত্র রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তাদের বিকল্প দিয়ে কাজ চালানো মুশকিল।

প্রতিষ্ঠানের কোনও নবীন মেধাবী কর্মী হয়তো নতুন কোনও কাজও খুব দ্রুত শিখে নিয়ে করতে পারে। কিন্তু একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ওই একই কাজই অনেক কম সময়ে এবং কম শ্রম দিয়ে করতে সক্ষম। ফলে আপনার যখন কোনও ডেটলাইন মেনে কাজ সারতে হবে, তখন নবীন কর্মীদের তুলনায় অভিজ্ঞরা অনেকটাই এগিয়ে থাকবেন।

তবে অনেক বিবেচনাতেই কাজের প্রয়োজনে নবীন ও দক্ষ কর্মীদের গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

যেমন বহুদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের কাছ থেকে মানসম্পন্ন কাজ নাও পেতে পারেন। বহু গবেষণায় দেখা গেছে, যে কোনও ক্ষেত্রে ১০-১৫ বছরের অভিজ্ঞদের কাজের মান খুবই খারাপ থাকে। তাই ভালো কাজ পেতে হলে নবীন ও দক্ষদেরই দরকার।

সেইসঙ্গে আরও যে বিষয়গুলো দেখা দরকার তা হল, আপনার নবীন মেধাবী কর্মী হয়তো নতুন কোনও কাজও খুব দ্রুত শিখে নিয়ে করতে পারে। কিন্তু একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ওই একই কাজ অনেক কম সময়ে এবং কম শ্রম দিয়ে করতে সক্ষম। ফলে আপনাকে যখন কোনও ডেটলাইন মেনে কাজে নামতে হবে, তখন নবীন কর্মীদের তুলনায় অভিজ্ঞরা অনেকটাই এগিয়ে থাকবেন।

কাজের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যখন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। নবীন কর্মী যতই মেধাবী হোক, তার বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব তখন তাকে আর খুব বেশি এগিয়ে যেতে দেয় না। অভিজ্ঞদেরই তখন পরিস্থিতি মোকাবিলায় এগিয়ে আসতে হয়।

আপনি আপনার অফিস নবীন মেধাবীদের দিয়ে ভরে ফেলতেই পারেন, তাতে হয়তো নবীন উদ্যমের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ভালো কাজও পাবেন। কিন্তু সকলেই যখন প্রতিষ্ঠানে নবীন, তখন হয়তো তাদের নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্কগুলোতে জটিলতা তৈরি হবে। অভিজ্ঞরা অফিসের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের কায়দা-কানুন জানেন। ফলে তাঁদের উপস্থিতি এক ধরনের শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে। তাছাড়া কাজ শেখার জন্যও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মীদের প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে যে কোনও কাজের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ এবং মেধাবী— উভয়েরই গুরুত্ব রয়েছে। এককভাবে কোনও পক্ষকেই খুব বেশি এগিয়ে রাখার সুযোগ নেই।

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১০ আগস্ট ২০১৭

পেশা যখন ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনিং

আঁকতে ভালোবাসেন? ক্রিয়েটিভ কাজে একটু অন্যরকম কেরিয়ার গড়তে চান? তাহলে এই চাকরি একেবারেই আপনার জন্য। কেরিয়ার হিসাবে একইসঙ্গে এমন মজাদার, আকর্ষণীয় ও সৃজনশীল চাকরি কিন্তু চট করে দেখা যায় না। কিন্তু কী এই ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনিং? ধরুন, আপনি বাড়িতে বিরিয়ানি বানাতে চান। কীভাবে বানাবেন? প্রথমে চাল ধুয়ে আধ ঘণ্টার জন্য জলে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর যে-পাত্রে বিরিয়ানি রান্না করবেন তাতে মুরগির মাংস ও সব মশলা দিন। এইভাবে পরপর রেসিপির স্টেপগুলো লিখে দিলে নিশ্চয়ই বানানো সহজ হবে, এবং সহজেই বানিয়ে ফেলবেন বিরিয়ানি। কিন্তু যদি কেউ ওই স্টেপগুলো লিখে দেওয়ার পাশাপাশি ছবি বা একটা করে ডায়াগ্রাম এঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়, তাহলে? ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনারদের কাজটা এটাই। এক কথায় বলতে গেলে, ওই ডায়াগ্রামগুলো এঁকে দেওয়ার কাজ। শুধু ওরকম ডায়াগ্রামই নয়, যে কোনওরকম লেখাপড়া বা ইনস্ট্রাকশনকে পাঠকের কাছে আরও সহজবোধ্য, আকর্ষক করে তোলাই ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনারদের কাছে মূল চ্যালেঞ্জ।

কী করতে হয়: যত দিন যাচ্ছে তত ই-লার্নিং, অর্থাৎ ইন্টারনেটে পড়াশোনা ও কোর্স করাটা আমাদের অভ্যেসে ঢুকে পড়ছে। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তা আরও বাড়বে। ইন্টারনেটের একটা বড় মজা হল, নেট-দুনিয়ায় ফ্রি সাইট প্রচুর। তথ্য মোটামুটি সবেতেই একই রকম পাওয়া যায়। তাহলে লোকে কোনও কিছু শিখতেই-বা যাবে কেন, ওয়েবসাইটে লোক টানবেন-বা কী করে? উপায় একটাই। ওয়েবসাইটকে আরও সহজবোধ্য করে তোলা। বিভিন্ন ভাষার মানুষ যাতে বুঝতে পারে সেরকম সুবিধা তৈরি করা। যে সাইট যত জলের মতো সোজা হবে, তার প্রতি মানুষের আগ্রহও ততই বাড়বে। এখানেই প্রয়োজন ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনারদের। আইটি সেক্টরগুলোয় চাকরির শুরুতে কম সময়ে শয়ে-শয়ে ফ্রেশার্সকে কাজের ধরন শেখানো দরকার। এই প্রশিক্ষণকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তোলার জন্যও দরকার ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনারদেরই। ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনিংয়ের চাহিদা তাই ভারত তো বটেই, সারা বিশ্বেই উত্তরোত্তর বাড়ছে।

কোর্স পড়তে গেলে: দুঃখের কথা যে, যে-কোর্সে এইরকম আকর্ষণীয় চাকরি ও মোটা মাইনে রয়েছে, সেই কোর্সের জন্য এখনও ভারতে তেমন কোনও প্রতিষ্ঠান নেই। তবে ই-লার্নিংয়ের সুবন্দোবস্ত আছে। বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলিতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। ভারতে এক-দু'জায়গায় ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনিংয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা পড়ানো হয়। যার ন্যূনতম যোগ্যতা যে কোনও শাখায় স্নাতক। এছাড়া ২-৮ মাসের প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং কোর্স হয়। সাধারণত আইটি সংস্থাগুলি তাঁদের কর্মীদের ইন্টারনাল বা অভ্যন্তরীণ ট্রেনিংও দেয়। তবে হ্যাঁ, নির্ভুল ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারাটা আবশ্যক। আঁকা জানলে ভালো হয়।

কোথায় পড়বেন?

১. পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনিং। সিমবায়োসিস সেন্টার ফর ডিস্ট্যান্স লার্নিং। ১ বছরের কোর্স। যে কোনও স্ট্রিমে গ্র্যাজুয়েট হলেই চলবে। ঠিকানা: ১০৬৫বি, গোলে ক্রস রোড, মডেল কলোনি, পুণে-৪১১০১৬, যোগাযোগ: ০২০-৬৬২১১০০০, ওয়েবসাইট: www.scdl.net

২. এসএনডিটি উওমেন'স ইউনিভার্সিটি, মুম্বই, পুনে। মূলত অনলাইন কোর্স করানো হয়। খরচ ২০,০০০-এর মধ্যে। ঠিকানা: জুহু রোড, সান্তাক্রুজ ওয়েস্ট, মুম্বই-৪০০০৪৯, যোগাযোগ: ০২২-২৬৬০৮৪৯৩, ওয়েবসাইট: www.sndt.ac.in

৩. পুণে বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে ২ বছরের স্নাতকোত্তর ও দু'টি ছোট মেজর কোর্স রয়েছে। ওয়েবসাইট: www.unipune.ac.in

৪. ওয়েভলেংথ, নয়ডা, উত্তরপ্রদেশ। এখানে ২ মাসের সার্টিফিকেট কোর্স করানো হয়। ঠিকানা: এন-৫৬৭, সেক্টর ২৫, নয়ডা, উত্তরপ্রদেশ-২০১৩০১। ওয়েবসাইট: www.VibrantWavelength.com

৫. ফোরসি লার্নিং (4C Learning) বেঙ্গালুরু। ৬ সপ্তাহের সার্টিফিকেশন কোর্স করানো হয়। ঠিকানা: ২৬, থার্ড মেইন, ফার্স্ট ক্রস, পবিত্র প্যারাডাইস, সাই এনক্লেভ, বানেরঘাটা মেন রোডের কাছে। বেঙ্গালুরু ৫৬০০৭৬, যোগাযোগ: ০৮০-৪০৯৩৪৭৩০, ওয়েবসাইট: www.4c-learning.com

কাজের সুযোগ: ভারতেও দিন দিন IT (Information Technology) ও KPO (Knowledge Process Outsourcing) সংস্থাগুলোর সংখ্যা বাড়ছে। সেই সঙ্গে ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনারদের চাহিদাও বাড়ছে। সহজেই মিলছে চাকরিও। যে কোম্পানিগুলো এই মুহূর্তে এ-দেশে এই চাকরি অফার করছে, সেগুলি হল--

উইপ্রো টেকনোলজিস (WIPRO Technologies)
সিফি (Sify)
এনআইআইটি (NIIT)
টাটা ইন্টারঅ্যাকটিভ সিস্টেমস (Tata Interactive Systems)
আইবিএম (IBM)
অ্যাকসেঞ্চার (Accenture)
আদিত্য বিড়লা গ্রুপ (Aditya Birla Group)
রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ (Reliance Industries) ইত্যাদি।

চাকরির সঙ্গে-সঙ্গেই আসে পারিশ্রমিকের প্রশ্ন। জেনে রাখুন, এ-কাজে সম্মান-দক্ষিণাও জোটে বেশ ভালো রকমই। এ-দেশে এই চাকরি করে মাসে ১৫,০০০ টাকা থেকে শুরু করে ১,৩৫,০০০ টাকা পর্যন্তও পাওয়া যেতে পারে। বিদেশেও ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনারের চাহিদা প্রচুর। আর যদি এ-দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়ে ভালো কোনও কোম্পানিতে এই কাজ জোটাতে পারেন, তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

আপনার প্যাশনই আপনাকে কাজের স্বীকৃতি এনে দেবে

প্রথম পাতার পর

কাছে বেশ সুন্দর হয়ে উঠবে। কারণ অনিচ্ছার কাজ দীর্ঘদিন বয়ে বেড়ানো সত্যিই খুব ক্লান্তিকর। অনেক সময়ে আমরা অনেক বেশি বেতনের লোভে এমন কাজ বেছে নিই, যে কাজটি আমরা নিজেই করতে চাই না। কিন্তু এর ফলে যে সমস্যাটি দেখা দেয় তা হল, বেশিদিন অনিচ্ছাকৃত কোনও কাজকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় না। এর ফলে নিজের মানসিকতার পাশাপাশি নিজের কেরিয়ারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেরিয়ার বাছা খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। অনেক সময়ে নিজে কোনও ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে কোনও কেরিয়ার এক্সপার্ট-এর সাহায্য নিতে পারেন, তাহলে আপনার কেরিয়ার বাছার কাজটি অনেক সহজ হয়ে যাবে।

বর্তমান প্রযুক্তির যুগে অনেক কেরিয়ার তৈরি হয়েছে, যা শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষিত বা গতানুগতিক কেরিয়ারের মধ্যে আবদ্ধ নেই। তাই আপনি ইচ্ছে করলেই আপনার মনের মতো কেরিয়ার বেছে নিতে পারেন। শুধুমাত্র দরকার সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত। তাতে আপনার কেরিয়ারের পথটি সুগম হবে। আর সঙ্গে তো রইল আপনার কাজের প্রতি অনুরাগ। যা আপনাকে আপনার কাজের প্রতি স্বীকৃতি এনে দেবে।

প্রতিরক্ষা সংস্থায় ৩২২ ট্রেডসম্যান

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন ৩৯ ফিল্ড অ্যামিউনিশন ডিপো ‘ফায়ারম্যান’ ও ‘ট্রেডসম্যান মেট’ পদে ৩২২ জন লোক নিয়োগ করবে।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

ফায়ারম্যান: মাধ্যমিক পাশরা আবেদন করতে পারেন। শরীরের মাপজোক হতে হবে জুতো ছাড়া লম্বায় অন্তত ১৬৫ সেমি (তফসিলি উপজাতি হলে ১৬২.৫ সেমি), বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮১.৫ সেমি ও ফুলিয়ে ৮৫ সেমি আর ওজন অন্তত ৫০ কেজি। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। বেতন: ১৯,৯০০-৬৩,২০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ২)। সিরিয়াল নং: (b).

ট্রেডসম্যান মেট: মাধ্যমিক পাশরা আবেদন করতে পারেন। মাল বহনে দক্ষতা থাকতে হবে। হিন্দিতে কাজ চালানোর মতো জ্ঞান থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। বেতন: ১৮,০০০-৫৬,৯০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৩১৮টি। (সাধারণ ১৫৮, ওবিসি ৬৩, তফসিলি জাতি ৫৪, তফসিলি উপজাতি ৪৩)। সিরিয়াল নং: (a).

সব পদের বেলায় বয়স হিসাব করতে হবে ১৮-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা দিতে হবে। ফায়ারম্যান পদের বেলায় এই পরীক্ষায় ৬ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়তে হবে। এরপর ৬৩.৫ কেজি ওজনের বস্তুকে নিয়ে ৯৬ সেকেন্ডে ১৮৩ মিটার দূরত্ব বহন করা, ২.৭ মিটার খানা টপকানো, সমান্তরাল দড়ি বেয়ে ৩ মিটার ওপরে ওঠা।

ট্রেডসম্যান মেট পদের বেলায় এই পরীক্ষায় ৬ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়তে হবে। এরপর ৫০ কেজি ওজনের বস্তুকে নিয়ে ১০০ সেকেন্ডে ২০০ মিটার দূরত্ব বহন করা।

দুই পদের বেলায় শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় সফল হলে লিখিত পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় ১৫০ নম্বরের ১৫০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: ১) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, ২) নিউমেরিক্যাল অ্যাপটিটিউড, ৩) জেনারেল ইংলিশ, ৪) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। সময় থাকবে ২ ঘণ্টা। ইন্টারভিউ নেই। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: SWC39 FAD/RECT/01.

দরখাস্ত করবেন সাদা কাগজে, নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.indianarmy.nic.in/www.ncs.gov.in তথন সঙ্গে দেবেন: ১) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, ২) নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ও ২ টাকার ডাকটিকিট সাঁটা ১টি খাম, ৩) এখনকার তোলা ও নিজের সই করা ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো (১ কপি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে ও আরেক কপি অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ডে সেঁটে)। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন, ‘Application for the post of...’

দরখাস্ত পাঠাবেন রেজিস্ট্রি ডাকে, স্পিড পোস্টে বা সাধারণ ডাকে। পৌঁছনো চাই ১৮ আগস্টের মধ্যে। এই ঠিকানায়: The Officer Commanding, 39 Field Ammunition, Depot, Pin-900309, C/o 56 APO, Location- Bharatpur

জীবিকা বিজ্ঞাসা ও কেরিয়ার তথ্য
আটের পাতায়

দিল্লি সরকারের অধীনস্থ সংস্থায় ১০৭৩ ক্লার্ক, অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ

দিল্লি সরকারের অধীনস্থ সংস্থা দিল্লি সাব-অর্ডিনেট সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড ‘লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক’, গ্রেড-IV, গ্রেড-II, স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), ড্রাফটসম্যান গ্রেড-III, ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট ও লাইব্রেরিয়ান পদে ১০৭৩ জন লোক নিচ্ছে।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

পোস্ট কোড 05/17: জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল): সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাসরা ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে: ৪,২০০ টাকা। শুরুতে ২ বছরের প্রোবেশন। শূন্যপদ: ৫টি (সাধারণ)। চাকরি হবে দিল্লি এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং বোর্ডে।

পোস্ট কোড 06/17: ড্রাফটসম্যান গ্রেড-III: মাধ্যমিক পাসরা ড্রাফটসম্যানশিপের ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। বেতন: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৪০০ টাকা। শুরুতে ২ বছরের প্রোবেশন। শূন্যপদ: ৫২ টি (সাধারণ ২৭, ওবিসি ১৬, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৪) চাকরি হবে দিল্লি জল বোর্ডে।

পোস্ট কোড 4/17: স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট: স্ট্যাটিস্টিক্স, অপারেশন রিসার্চ, ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স বা অ্যাপ্লায়েড স্ট্যাটিস্টিক্সের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ইকনমিক্স, অঙ্ক, কমার্স (স্ট্যাটিস্টিক্স একটি বিষয় হিসাবে থাকতে হবে) শাখার পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটরাও যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা। শুরুতে ২ বছরের প্রোবেশন। শূন্যপদ: ২৬০টি (সাধারণ ৭৯, ওবিসি ১০০, তফসিলি জাতি ৪৬, তফসিলি উপজাতি ৩৫)। চাকরি হবে প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টে।

পোস্ট কোড 1/17: লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক: যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাসরা ইংরেজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩৫টি (কম্পিউটার টাইপিং হলে মিনিটে অন্তত ৩৫টি কিংবা ঘণ্টায় অন্তত ১০,৫০০ কি ডিপ্রেশনে গতি) থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। বেতন: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা। শুরুতে ২ বছরের প্রোবেশন। শূন্যপদ: ৩৪টি (সাধারণ ২২, ওবিসি ৪, তফসিলি জাতি ৮)। এর মধ্যে অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১। চাকরি হবে দিল্লি এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং বোর্ডে।

পোস্ট কোড 2/17: গ্রেড-IV (DASS): যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাসরা ইংরেজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩৫টি (কম্পিউটার টাইপিং হলে মিনিটে অন্তত ৩৫টি কিংবা ঘণ্টায় অন্তত ১০,৫০০ কি ডিপ্রেশনে গতি থাকলে) আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। বেতন: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা। শুরুতে ২ বছরের প্রোবেশন। শূন্যপদ: ৪৮০টি (সাধারণ ২৬২, ওবিসি ১৩৫, তফসিলি জাতি ৬৩, তফসিলি উপজাতি ২০)। এর মধ্যে অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১৫, প্রাক্তন সমরকর্মী ৪৮, মেধাবী খেলোয়াড় ২৪। চাকরি হবে সার্ভিসেস বিভাগে।

পোস্ট কোড 3/17: গ্রেড II (DASS): যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। হিন্দিতে জ্ঞান থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে: ৪,৬০০ টাকা। শুরুতে ২ বছরের প্রোবেশন। শূন্যপদ: ২২১টি (সাধারণ ১০৮, ওবিসি ৭০, তফসিলি জাতি ২৭, তফসিলি উপজাতি ১৬)। এর মধ্যে অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৭, প্রাক্তন সমরকর্মী ২২, মেধাবী খেলোয়াড় ১১। চাকরি হবে সার্ভিসেস বিভাগে।

পোস্ট কোড 7/17: ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট: মাধ্যমিক পাশরা আবেদন করতে পারেন। খাদ্যসামগ্রী প্যাকেজিং ও সিলিংয়ের কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। বেতন: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। শুরুতে ২ বছরের প্রোবেশন। শূন্যপদ: ১০টি। (সাধারণ ৫, ওবিসি ৩, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মী ১। চাকরি হবে ফুড সেফটি বিভাগে।

পোস্ট কোড 8/17: ফুড সেফটি অফিসার: ফুড টেকনোলজি, ডেয়ারি টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, অয়েল টেকনোলজি, এগ্রিকালচারাল সায়েন্স, ভেটেরিনারি সায়েন্স, বায়োকেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজির ডিগ্রি কোর্স পাস বা কেমিস্ট্রির পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্স পাস হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪২০০ টাকা। শুরুতে ২ বছরের প্রোবেশন। শূন্যপদ: ৫টি (সাধারণ ১, ওবিসি ৩, তফসিলি জাতি ১)। চাকরি হবে ফুড সেফটি বিভাগে।

পোস্ট কোড 9/17: লাইব্রেরিয়ান: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা লাইব্রেরি সায়েন্সের ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে আর ১ বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করতে পারেন। লাইব্রেরি সায়েন্সের ডিগ্রি কোর্স পাসরাও যোগ্য। কম্পিউটার টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ৩৭ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা। শুরুতে ২ বছরের প্রোবেশন। শূন্যপদ: ৬টি (সাধারণ ৪, ওবিসি ১, তফসিলি উপজাতি ১)। চাকরি হবে ট্রেনিং অ্যান্ড টেকনিক্যাল এডুকেশনে।

সব পদের বেলায় ন্যূনতম বয়স হতে হবে ১৮ বছর। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: No. F.1 (343)/DSSSB/P&P/2017/Advt./7 50.

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য পরীক্ষা হবে দুটি ধাপে। প্রথম ধাপে থাকবে ২০০ নম্বরের ২০০টি অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন। প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং অ্যাবিলিটি, অ্যারিথমেটিক্যাল অ্যান্ড নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ ও কম্প্রিহেনশন আর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ও কম্প্রিহেনশন।

দ্বিতীয় ধাপে ২০০ নম্বরের ২০০টি অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং এবিলিটি, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। সফল হলে স্কিল টেস্ট।

দরখাস্ত করতে হবে অনলাইনে ২১ আগস্ট পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে: www.dsssb.delhigovt.nic.in এজন্য প্রার্থীর চালু একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নিতে হবে। তারপর পরীক্ষা ফি-বাবদ ১০০ টাকা (তফসিলি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী ও মহিলাদের ফি লাগবে না) অনলাইনে দিতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্ট নেবেন। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

এয়ার ইন্ডিয়ায় সুপারভাইজার

এয়ার ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস লিমিটেড ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার’ পদে ৮৫ জন লোক নিচ্ছে।

যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত ১ বছরের সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে আর কোনও সংস্থায় ডাটা এন্ট্রি বা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের কাজে ১ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য।

বিসিএ বা বিএসসি, আইটি গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩৩ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। শুরুতে ৫ বছরের চুক্তিতে কাজ করতে হবে। পারিশ্রমিক মাসে ১৫,১৮০ টাকা। শূন্যপদ: ৮৫টি (তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৬, ওবিসি ১২, সাধারণ ৪৫)। চাকরি হবে দিল্লিতে।

প্রার্থী বাছাই হবে স্কিল টেস্ট ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। এরপর হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। দরখাস্ত করবেন সাদা কাগজে, নির্দিষ্ট বয়ানে। বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.airindia.in, তখন সঙ্গে দেবেন: ১) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, ২) অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট, ৩) এখনকার তোলা ও নিজের সই করা ১ কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো (দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে), ৪) ১০০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। ‘Air India Engineering Services Limited’-এর অনুকূলে ও পেয়েবল অ্যাট লিখবেন ‘Delhi’। তফসিলি, প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি লাগবে না। দরখাস্ত পৌঁছতে হবে ২০ আগস্টের মধ্যে এই ঠিকানায়: Personnel Department, Air India Engineering Services limited, Northern Region, 1-320, Avionics Complex, IGI Airport, Terminal-II (Near New Custom House), New Delhi -110037. বিস্তারিত খবরের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

আমরা পাঠককে গুরুত্ব দিতে চাই

তাই, আপনারাই আমাদের মেল করে জানান, সফল কেরিয়ার গড়ে তোলার জন্য ‘target@কেরিয়ার’-এ আপনারা কী কী জানতে চান

jugasankha.suppli@gmail.com

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১০ আগস্ট ২০১৭

এখন পুরো চার পাতা জুড়ে চাকরির খোঁজখবর

সীমান্ত পুলিশে ৩০৩ কনস্টেবল নিয়োগ

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের কনস্টেবল (টেলর), কনস্টেবল (গার্ডেনার), কনস্টেবল (কবলার), কনস্টেবল (সাফাই কর্মচারী), কনস্টেবল (ওয়াশারম্যান), কনস্টেবল (ওয়াটার কেরিয়ার), কনস্টেবল (কুক) ও কনস্টেবল (বারবার) পদে ৩০৩ জন লোক নিচ্ছে।

মাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে কনস্টেবল (টেলর/গার্ডেনার/কবলার) পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। মাধ্যমিক পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই, ভোকেশনাল কোর্স পাস ও সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও আবেদন করতে পারেন। মাধ্যমিক পাশরা আইটিআই থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে।

শারীরিক মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৬৭.৫ সেমি (তফসিলি উপজাতি হলে ১৬২.৫, অসম, ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬৫)। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮০ সেমি (তফসিলি উপজাতি হলে ৭৬) ও ফুলিয়ে ৮৫ সেমি (তফসিলি উপজাতি হলে ৮১) আর উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন। মেয়েদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি (তফসিলি উপজাতি হলে ১৫০, অসম, ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫৫) আর উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন।

মাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা কনস্টেবল (ওয়াটার কেরিয়ার/সাফাই কর্মচারী/কুক অ্যান্ড ওয়াশারম্যান/বারবার) পদের জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। শারীরিক মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৭০ সেমি, বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮০ সেমি (তফসিলি উপজাতি হলে ৭৬) ও ফুলিয়ে ৮৫ সেমি (তফসিলি উপজাতি হলে ৮১) আর উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন। মেয়েদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি (তফসিলি উপজাতি হলে ১৫০, অসম, ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫২.৫ সেমি) আর উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন।

সব ক্ষেত্রেই বয়সের হিসাব করতে হবে ৭-৯-২০১৭ তারিখের হিসাবে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। সবক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া (দূরের বেলায় ৬/৬ ও ৬/৯ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য)। ভাঙা পা, পায়ের চ্যাটালো পাতা, শিরাস্ফীতি, ট্যারা দৃষ্টি বা বর্ণান্ধতা থাকলে আবেদনের যোগ্য নন।

বেতন: ২১,৭০০-৬৯,১০০ টাকা। শূন্যপদ: ৩০৩টি। এর মধ্যে কনস্টেবল (টেলর) পদে ১৯টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ১৬টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ৭, ওবিসি ২)। মেয়েদের জন্য ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)। কনস্টেবল (গার্ডেনার) পদে ৩৮টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ৩২টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ৮)। মেয়েদের জন্য ৬টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)। কনস্টেবল (কবলার) পদে ২৭টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ২৩টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৬)। মেয়েদের জন্য ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। কনস্টেবল (ওয়াটার কেরিয়ার) পদে ৯৫টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ৮১টি (সাধারণ ৪১, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৬, ওবিসি ২২)। মেয়েদের জন্য ১৪টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৪)। কনস্টেবল (সাফাই কর্মচারী) পদে ৩৩টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ২৮টি (সাধারণ ১৪, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৮)। মেয়েদের জন্য ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। কনস্টেবল (কুক) পদে ৫৫টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ৪৭টি। (সাধারণ ২৪, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১৩)। মেয়েদের জন্য ৮টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)। কনস্টেবল (ওয়াশারম্যান) পদে ২৫টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ২১টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৬)। মেয়েদের জন্য ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। কনস্টেবল (বারবার) পদে ১১টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ৯টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)। মেয়েদের জন্য ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১)।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় ছেলেদের বেলায় সাড়ে ৭ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়তে হবে। এরপর ১১ ফুট লং জাম্প, সাড়ে ৩ ফুট হাইজাম্প। মেয়েদের বেলায় ৪.৪৫ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড়তে হবে। আর ৯ ফুট লং জাম্প ও ৩ ফুট হাই জাম্প।

সফল হলে শরীরের মাপজোখ দেখা হবে। এরপর হবে ৫০ নম্বরের ট্রেড টেস্ট। তারপর ৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষায় ৫০ নম্বরের ৫০টি মাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: জেনারেল অ্যাওয়ারনেস/জেনারেল নলেজ, এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক, অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপটিটিউড ও এবিলিটি টু অবজার্ভ ও ডিস্টিংগুইশ প্যাটার্ন আর টেস্ট অব বেসিক নলেজ। সময় থাকবে ১ ঘণ্টা। দরখাস্ত করা যাবে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে এই ওয়েবসাইটে: www.recruitment.itbpolice.nic.in এর জন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। প্রথমে ওপরের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষার ফি-বাবদ ১০০ টাকা অনলাইনে দিতে হবে। তফসিলি, মহিলা ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি লাগবে না।

টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। ইন্টারভিউয়ের সময় যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও প্রত্যয়িত জেরক্স সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

ন্যাশনাল টেস্ট হাউসে ৫৩ ওয়েল্ডার, মাল্টিটাস্কিং স্টাফ নিয়োগ

কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল টেস্ট হাউসে ৫৩ জন ইলেকট্রিক ওয়েল্ডার ও মাল্টিটাস্কিং স্টাফ নিয়োগ করা হবে।

শূন্যপদের বিন্যাস: ক্রমিক সংখ্যা ৩: মাল্টিটাস্কিং স্টাফ (টেকনিক্যাল): শূন্যপদ ২৮ (সাধারণ ১৪, ওবিসি ৭, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২)। নিয়োগ করা হবে ন্যাশনাল টেস্ট হাউস (ইআর) কলকাতায়।

ক্রমিক সংখ্যা ৪: মাল্টিটাস্কিং স্টাফ (টেকনিক্যাল): শূন্যপদ: ৫ (সাধারণ ৩, ওবিসি ১, তফসিলি জাতি ১)। নিয়োগ করা হবে ন্যাশনাল টেস্ট হাউস (ডব্লুআর) মুম্বইয়ে।

ক্রমিক সংখ্যা ৫: মাল্টিটাস্কিং স্টাফ (টেকনিক্যাল): শূন্যপদ ৭ (সাধারণ ৪, ওবিসি ২, তফসিলি জাতি ১)। নিয়োগ করা হবে ন্যাশনাল টেস্ট হাউস (এসআর) চেন্নাইয়ে।

ক্রমিক সংখ্যা ৬: মাল্টিটাস্কিং স্টাফ (টেকনিক্যাল): শূন্যপদ: ৯ (সাধারণ)। নিয়োগ করা হবে ন্যাশনাল টেস্ট হাউস (এনআর) গাজিয়াবাদে।

ক্রমিক সংখ্যা ৭: মাল্টিটাস্কিং স্টাফ (টেকনিক্যাল): শূন্যপদ: ২ (সাধারণ ১, ওবিসি ১)। নিয়োগ করা হবে ন্যাশনাল টেস্ট হাউস (এনইআর) গুয়াহাটিতে।

ক্রমিক সংখ্যা ১: ইলেকট্রিক ওয়েল্ডার: শূন্যপদ ১ (সাধারণ)। নিয়োগ করা হবে ন্যাশনাল টেস্ট হাউস (এন আর) গাজিয়াবাদে।

ক্রমিক সংখ্যা ২: ইলেকট্রিক ওয়েল্ডার: শূন্যপদ ১ (সাধারণ)। নিয়োগ করা হবে ন্যাশনাল টেস্ট হাউস (ডব্লুআর) মুম্বইয়ে।

বেতন: ইলেকট্রিক ওয়েল্ডার পদের ক্ষেত্রে ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা। মাল্টিটাস্কিং স্টাফ পদের ক্ষেত্রে ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাল্টিটাস্কিং স্টাফ: সরকার স্বীকৃত কোনও বোর্ড থেকে বিজ্ঞানসহ দশম শ্রেণি পাশ বা সমতুল। ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ড্যান্ট হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। ইলেকট্রিক ওয়েল্ডার: কোনও স্বীকৃত ইনস্টিটিউট থেকে বিজ্ঞানে দ্বাদশ শ্রেণি পাশ বা সমতুল এবং ওয়েল্ডিং ট্রেডে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ট্রেড সার্টিফিকেট। কোনও ওয়ার্কশপে ওয়েল্ডিংয়ের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

বয়স: ইলেকট্রিক ওয়েল্ডার ও মাল্টিটাস্কিং স্টাফ পদের ক্ষেত্রে ২০-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে: www.nth.hov.in দরখাস্ত পূরণ করে সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট মাপের ফোটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দিতে হবে। যে-পদের জন্য আবেদন করবেন খামের ওপর সেই পদের নাম লিখে দেবেন। পূরণ করা আবেদনপত্র ও যাবতীয় প্রমাণপত্রাদির প্রত্যয়িত জেরক্স পাঠাতে হবে যেখানকার শূন্যপদের জন্য আবেদন সেই অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঠিকানায় -1) The Director, National Test House (ER), Block-'CP', Sector -V, Salt Lake, Kolkata-700091. 2) The Director, National Test House (WR), Plot No.F-10 MIDC, Marol, Andheri (E), Mumbai-400093. 3) The Director, National Test House (SR), Tharamani, Chennai-600113. 4) The Director, National Test House (NR), Kamala Nehru Nagar, Ghaziabade-201002. 5) The Scientist in-charge, National Test House (NER), Kalapahar, CITI Complex, Guwahati-781016.

পূরণ করা আবেদনপত্র পৌঁছতে হবে ২০ আগস্টের মধ্যে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে আবেদনপত্র পৌঁছতে হবে ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে নিজের নাম-ঠিকানা লেখা, ২২ টাকার ডাকমাশুল যুক্ত দুটি খাম দিতে হবে। আরও বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

ভুবনেশ্বর এইমসে ২৪৩ ডাক্তার

২৪৩ জন ডাক্তার নেবে ভুবনেশ্বরের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস। সিনিয়র রেসিডেন্ট পদে তিন বছরের চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে অ্যানেস্থিশিওলজি, জেনারেল সার্জারি, ট্রমা অ্যান্ড এমারজেন্সি সহ বিভিন্ন বিভাগে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: AIIMS/BBS/Dean/SR/49-A/6665.

শাখা অনুসারে শূন্যপদের বিবরণ: অ্যানাস্থিশিওলজি: ৯টি। বার্নস অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি: ৫টি, কার্ডিওলজি: ৭টি, সিএম অ্যান্ড এফএম: ৫টি। ডার্মাটোলজি: ৩টি। এন্ডোক্রিনোলজি: ৬টি। গ্যাস্ট্রো এন্টেরোলজি: ৫টি। জেনারেল মেডিসিন: ১৮টি। জেনারেল সার্জারি: ১৭টি। মেডিক্যাল অঙ্কোলজি/হেমাটোলজি: ১৪টি। মাইক্রোবায়োলজি: ১টি। নিওন্যাটোলজি: ৬টি। নিউরোলজি: ৭টি। নিউক্লিয়ার মেডিসিন: ৪টি। নিউরোসার্জারি: ১২টি। ওবিজি: ৮টি। অপথ্যালমোলজি: ৪টি। অর্থোপেডিক্স: ৫টি। পেডিয়াট্রিক সার্জারি: ১৩টি। পেডিয়াট্রিক্স: ১০টি। পিএমআর: ৩টি। পালমোনারি মেডিসিন: ৩টি। রেডিও ডায়াগনোসিস: ১১টি। রেডিওথেরাপি: ২টি। সার্জিক্যাল অঙ্কোলজি: ১২টি। ট্রান্সফিউশন মেডিসিন: ৪টি। বায়োকেমিস্ট্রি: ৩টি। ফরেনসিক মেডিসিন অ্যান্ড টক্সিকোলজি: ২টি। ফার্মাকোলজি: ৩টি। ফিজিওলজি: ৩টি। ইউরোলজি: ৮টি। ইএনটি: ২টি। সাইকিয়াট্রি: ১টি। ডেন্টিস্ট্রি: ৩টি। ট্রমা অ্যান্ড ইমারজেন্সি মেডিসিন: ২৪টি।

সরকারি নিয়মানুসারে তফসিলি, ওবিসি এবং অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট শাখায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ইন্টারভিউয়ের সময় পাস সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে।

বয়স: ২৭-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে ৩৩ (ডক্টর অব মেডিসিন এবং মাস্টার অব সার্জারি ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে ৩৫) বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৫ বছর এবং ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতন: ১৫,৬০০-৩৯,১০০ টাকা। গ্রেড পে ৬,৬০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.aiimsbhubaneswar.edu.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২৭ আগস্ট। ফি-বাবদ এনইএফটি-এর মাধ্যমে দিতে হবে ১,০০০ টাকা (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫০০) টাকা। দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না। ফি 'Bank of India, AIIMS, Bhubaneswar Branch, Odisha'-এর অনুকূলে প্রদেয় হতে হবে।

অনলাইনে ফি জমা দিয়ে পাওয়া রিসিপ্টের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। পরে কাজ লাগবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা, আবেদনের পদ্ধতিসহ বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

পাঁচটি প্রতিরক্ষা সংস্থায় বিভিন্ন পদে ১৩৬ নিয়োগ

ট্রেডসম্যান মেট, ফায়ারম্যান ও মেটেরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১৩৬ জন কর্মী নিয়োগ করবে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। নিয়োগ করা হবে পাঁচটি প্রতিরক্ষা সংস্থায়। ২ ফিল্ড অর্ডন্যান্স ডিপো, ২১ ফিল্ড এমিউনিশন ডিপো, ১৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন অর্ডন্যান্স ইউনিট, ২৮ মাউন্টেন ডিভিশন অর্ডন্যান্স এবং ২৮ এমিউনেশন কয়।

শূন্যপদের বিন্যাস: ট্রেডসম্যান মেট: শূন্যপদ: ৯৪টি (সাধারণ ৪৯, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ১০, ওবিসি ২৭)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৫টি শূন্যপদ খেলোয়াড়দের জন্য এবং ৭টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমতুল।

ফায়ারম্যান: শূন্যপদ: ৩৬টি (সাধারণ ১৮, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ১০)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য, ১টি শূন্যপদ খেলোয়াড়দের জন্য এবং ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমতুল।

মেটিরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট: শূন্যপদ: ৬টি (সাধারণ ৩, ওবিসি ৩)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক বা সমতুল অথবা মেটিরিয়াল ম্যানেজমেন্ট বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা।

বয়স: ২৪-৮-২০১৭ তারিখে মেটিরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে এবং বাকি পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক: কেবল ফায়ারম্যান পদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬৫ সেমি। তফসিলি উপজাতি প্রার্থীরা ২.৫ সেমি ছাড় পাবেন। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮১.৫ ও ৮৫ সেমি। ওজন অন্তত ৫০ কেজি হতে হবে।

বেতন: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে মেটিরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে ২,৪০০ টাকা। ফায়ারম্যান পদের ক্ষেত্রে ১,৯০০ টাকা এবং ট্রেডসম্যান মেট পদের ক্ষেত্রে ১,৮০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং ফায়ারম্যান ও মেটিরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষার মাধ্যমে। ফায়ারম্যান পদের ক্ষেত্রে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৬৩.৫ কেজি ওজনের বস্তু বা একজন মানুষকে ৯৬ সেকেন্ডে ১৮৩ মিটার বয়ে নিয়ে যাওয়া, দু'পায়ে লাফিয়ে ২.৭ মিটার পরিখা অতিক্রম (লং জাম্প) ও হাত-পায়ের সাহায্যে দড়ি ধরে ৩ মিটার ওঠা, ৬ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়। ট্রেডসম্যান পদের ক্ষেত্রে থাকবে ৬ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়, ৫০ কেজি ওজনের বস্তু বা একজন মানুষকে ১০০ সেকেন্ডে ২০০ মিটার বয়ে নিয়ে যাওয়া। লিখিত পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন থাকবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, জেনারেল ইংলিশ, নিউমেরিক্যাল অ্যাপটিটিউড, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বিষয়ে। মাধ্যমিক মানের প্রশ্ন হবে। সময়সীমা ২ ঘণ্টা।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন www.indianarmy.nic.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পূরণ করবেন যথাযথভাবে। পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন:

১) চার কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো, এর মধ্যে দুটি ফোটো দরখাস্ত ও কললেটারের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে তার ওপর সই করবেন। অপর দুকপি ফোটো দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে দেবেন।

২) বয়সের প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৩) শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৪) কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৫) প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

৬) দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৭) খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে যথাযথ স্পোর্টস সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৮) যথাযথভাবে পূরণ করা কল লেটার।

৯) সচিত্র পরিচয়পত্রের (যথা— ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট, আধার কার্ড) স্বপ্রত্যয়িত নকল।

১০) নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ও ২৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটানো ১২x১৮ সেমি মাপের একটি খাম।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন: 'APPLICATION FOR THE POST OF.....' শূন্যস্থানে যে-পদের জন্য আবেদন করছেন, তার নাম লিখে দেবেন।

২৪ আগস্টের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Commandant, 21 Field Ammunition Depot, Pin: 909721, C/o 56 APO.

রাজ্যের ১৫টি কো-অপারেটিভ ব্যাংকে নিয়োগ

বিভিন্ন পদে ৬৫ জন কর্মী নেবে রাজ্যের ১৫টি কো-অপারেটিভ ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান। নিয়োগ করা হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট, সাব-অ্যাকাউন্টেন্ট, ফিল্ড অফিসার, ক্লার্ক, ফিল্ড সুপারভাইজারসহ বিভিন্ন পদে।

এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ২/২০১৭। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্টবেঙ্গল কো-অপারেটিভ সার্ভিস কমিশন।

প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী শূন্যপদ:

আলিপুরদুয়ার কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক: ফিল্ড সুপারভাইজার গ্রেড-থ্রি: ৪টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ই সি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি বি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক। সেইসঙ্গে কম্পিউটারে ৬ মাসের বেসিক কোর্স করে থাকতে হবে। এমএস অফিস ও ইন্টারনেট ব্যবহারের জ্ঞান থাকতে হবে। বাইক চালাতে জানতে হবে। শুরুতেই বেতন: ১১,১৩০ টাকা।

আরামবাগ কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক: অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট: ৩টি (সাধারণ), সুপারভাইজার: ২টি (সাধারণ)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক। সেইসঙ্গে কম্পিউটারে ৬ মাসের বেসিক কোর্স করে থাকতে হবে। এমএস অফিস ও ইন্টারনেট ব্যবহারের জ্ঞান থাকতে হবে। শুরুতে বেতন: ১২৫০০ টাকা।

বলাগেরিয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক: গ্রেড থ্রি/সাব অ্যাকাউন্টেন্ট /সুপারভাইজার/ ক্যাশিয়ার: ৭টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক। সেইসঙ্গে কম্পিউটারে ৬ মাসের বেসিক কোর্স করে থাকতে হবে। এমএস অফিস ও ইন্টারনেট ব্যবহারের জ্ঞান থাকতে হবে। শুরুতে বেতন: ২০৪৪৪ টাকা।

বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক: অ্যাসিস্ট্যান্ট/সুপারভাইজার গ্রেড থ্রি: ১০টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক। সেইসঙ্গে কম্পিউটারে ৬ মাসের বেসিক কোর্স করে থাকতে হবে। এমএস অফিস ও ইন্টারনেট ব্যবহারের জ্ঞান থাকতে হবে। শুরুতে বেতন: ১২,৬৩৫ টাকা।

বিধাননগর হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি: সেলস কাম জেনারেল অ্যাসিস্ট্যান্ট: ২টি (সাধারণ) পুরুষ ১, মহিলা ১। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক। সেইসঙ্গে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ডিপ্লোমা করে থাকতে হবে। শুরুতে বেতন: ১৭,০৯৬ টাকা।

বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন: অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট: ১টি (সাধারণ)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক। সেই সঙ্গে কম্পিউটারে ৬ মাসের বেসিক কোর্স করে থাকতে হবে। এমএস অফিস ও ইন্টারনেট ব্যবহারের জ্ঞান থাকতে হবে। শুরুতে বেতন: ১৬,২১২ টাকা।

বর্ধমান রেঞ্জ ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন: অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট: ১টি (সাধারণ)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমতুল। সেইসঙ্গে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ডিপ্লোমা করে থাকতে হবে। শুরুতে বেতন: ১৭,০৯৬ টাকা।

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি: ক্লার্ক কাম অ্যাসিস্ট্যান্ট: ২টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমতুল। সেই সঙ্গে কম্পিউটারে ৬ মাসের বেসিক কোর্স করে থাকতে হবে। এমএস অফিস ও ইন্টারনেট ব্যবহারের জ্ঞান থাকতে হবে। শুরুতে বেতন: ৮,৮৫০ টাকা।

ঢাকুরিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাংক: জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট: ৪টি (তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি বি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট ৬৫ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক বা মোট ৫০% নম্বর সহ যে কোনও শাখায় স্নাতক। সেইসঙ্গে উভয় ক্ষেত্রেই কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ডিপ্লোমা করে থাকতে হবে। শুরুতে বেতন: ১৩,১৩০ টাকা।

কলকাতা পুলিশ কো-অপারেটিভ ব্যাংক: লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট: ৩টি (তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক। সেই সঙ্গে কম্পিউটারে ৬ মাসের বেসিক কোর্স করে থাকতে হবে। এমএস অফিস ও ইন্টারনেট ব্যবহারের জ্ঞান থাকতে হবে। শুরুতে বেতন: ১৭,৭২০ টাকা।

নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক: অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড ওয়ান: ৪টি (সাধারণ ১, সাধারণ ইসি ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক। সেই সঙ্গে কম্পিউটারে ৬ মাসের বেসিক কোর্স করে থাকতে হবে। এমএস অফিস ও ইন্টারনেট ব্যবহারের জ্ঞান থাকতে হবে। শুরুতে বেতন: ২৩,৫৪৯ টাকা।

উত্তর ২৪ পরগণা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক: সুপারভাইজার (পুরুষ): ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি এ ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমতুল। সেই সঙ্গে কম্পিউটারে ৬ মাসের বেসিক কোর্স করে থাকতে হবে। এমএস অফিস ও ইন্টারনেট ব্যবহারের জ্ঞান থাকতে হবে। শুরুতে বেতন: ১০,৪৫৬ টাকা।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক: ফিল্ড অফিসার: ৭টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি এ ১, ওবিসি বি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট অন্তত ৫০% নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক। সেই সঙ্গে কম্পিউটারে ৬ মাসের বেসিক কোর্স করে থাকতে হবে। এমএস অফিস ও ইন্টারনেট ব্যবহারের জ্ঞান থাকতে হবে। শুরুতে বেতন: ১০,১০০ টাকা।

দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক: ক্লার্ক: ১০টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি এ ১, ওবিসি বি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক। মোট ৫০% নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে থাকতে হবে। সেইসঙ্গে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ডিপ্লোমা বা আইটি সার্টিফিকেট থাকতে হবে। শুরুতে বেতন: ২০,৩৩৭ টাকা।

পশ্চিম দিনাজপুর হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি: অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট: ২টি (সাধারণ)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক। সেইসঙ্গে কম্পিউটারে ৬ মাসের বেসিক কোর্স করে থাকতে হবে। এমএস অফিস ও ইন্টারনেট ব্যবহারের জ্ঞান থাকতে হবে। শুরুতে বেতন: ৮,৪০০ টাকা।

বয়স: ১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তফসিলি এবং ওবিসিরা ৫ বছরের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, কম্পিউটার টেস্ট ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় দুটি পত্র থাকবে। প্রথমপত্রে থাকবে কোয়ান্টেটেটিভ অ্যাপটিটিউড, রিজনিং ও জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। মোট নম্বর ১০০। সময় দেড় ঘণ্টা। এক্ষেত্রে ভুল উত্তরে নেগেটিভ মার্কিং আছে। দ্বিতীয় পত্রে থাকবে ইংরেজি ও বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ বিষয়ে ১০০ নম্বরের প্রশ্ন। সময় দেড় ঘণ্টা। কম্পিউটার টেস্ট ৫০ নম্বরের। লিখিত পরীক্ষায় প্রথম পত্রে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে। সবশেষে নথিপত্র যাচাই হবে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.webcsc.org অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ আগস্ট। প্রার্থীর একটি চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে।

অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট সাইজের ফোটো, কালো কালির সই, বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ, মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড বা সার্টিফিকেট, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেট আপলোড করতে হবে।

ফি-বাবদ দিতে হবে ২০০ টাকা। এগজামিনেশন ফি ১৬০ টাকা, প্রোসেসিং ফি ৪০ টাকা। তফসিলি প্রার্থীরা শুধু প্রোসেসিং ফি জমা দেবেন। অনলাইনে নেট ব্যাংকিং বা ভিসা বা মাস্টার ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে ফি দিতে হবে। সার্ভিস চার্জ ও জিএসটি অতিরিক্ত। অনলাইনে যথাযথভাবে দরখাস্ত পূরণ করে সাবমিট করার পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখতে হবে। পরে প্রয়োজন হবে। বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

স্বল্প পুঁজির ব্যবসা: দু'য়ের পাতায়

ইস্টার্ন কমান্ড কলকাতার হেড কোয়ার্টার্সে বিভিন্ন পদে ২৬ নিয়োগ

কলকাতার হেড কোয়ার্টার্স ইস্টার্ন কমান্ড স্টেনোগ্রাফার, মেসেঞ্জার, গার্ডেনার, বারবার, কুক, সাফাইওয়ালা ও মজদুর পদে ২৬ জন লোক নিচ্ছে। উচ্চমাধ্যমিক পাশরা ইংরেজি ট্রান্সক্রিপশনে ও ডিকটেশনে মিনিটে অন্তত যথাক্রমে ৫০টি ও ৮০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে স্টেনোগ্রাফার পদের জন্য যোগ্য।

বেতন: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ১টি (সাধারণ)।

মাধ্যমিক পাশরা ম্যাসেঞ্জার, গার্ডেনার, বারবার, কুক, সাফাইওয়ালা ও মজদুর পদের জন্য যোগ্য। বেতন: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা। শূন্যপদ: ম্যাসেঞ্জারে ১১টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৪)। গার্ডেনার পদে ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১)। বারবার পদে ১টি (সাধারণ)। কুক পদে ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১)। সাফাইওয়ালা পদে ৬টি (সাধারণ ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)। মজদুর পদে ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)।

সব ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১৩-৯-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। শুরুতে ২ বছরের ট্রেনিং। প্রার্থী বাছাই হবে টেস্ট বা ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

দরখাস্ত করতে হবে সাধারণ কাগজে। তখন সঙ্গে দেবেন:

১) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেট ও ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

২) এখনকার তোলা ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো। এক কপি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে ও আরেক কপি দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে।

৩) নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ২৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটা একটি রেজিস্টার্ড খাম। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখতে হবে 'Application for the post of....' দরখাস্ত পাঠাবেন সাধারণ ডাকে, রেজিস্ট্রি ডাকে বা স্পিড ডাকে। ১৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Adm. Br. HQ Eastern Command, Pin-908542, C/o-99 APO.

কেন্দ্রের কৃষি মন্ত্রকে মার্কেটিং অফিসার নিয়োগ

মার্কেটিং অফিসার পদে ২৮ জন কর্মী নেবে কেন্দ্রের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক। প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 14/2017.

শূন্যপদের বিন্যাস: ভ্যাকেন্সি নম্বর: ১৭০৭১৪০১৫২২: মার্কেটিং অফিসার (গ্রুপ ওয়ান): ২৮টি (সাধারণ ১৮, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ৪)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ একটি পা বা একটি ক্ষতিগ্রস্ত দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এগ্রিকালচার বা বটানি বা এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্স বা এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং বা ইকনমিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। কিংবা কমার্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সেক্ষেত্রে অন্যতম বিষয় হিসাবে ইকনমিক্স পড়ে থাকতে হবে। সঙ্গে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং (কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সহ) সংক্রান্ত কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কিংবা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফুড টেকনোলজি বা কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট ডিপ্লোমা থাকতে হবে।

বয়স: ১০-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: ৪৪,৯০০-১,৪২,৪০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ লিখিত পরীক্ষাও নিতে পারেন। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.upsconline.nic.in এর জন্য প্রার্থীর একটি চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১১ আগস্ট পর্যন্ত। অনলাইন আবেদনের সময় বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্র, কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে।

অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার পর সেটির একটি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। প্রিন্টআউটটি কোথাও পাঠাতে হবে না। ইন্টারভিউয়ের সময় সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

অনলাইনে ফি-বাবদ ২৫ টাকা দিতে হবে নেট ব্যাংকিং, ভিসা বা মাস্টার ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের সাহায্যে। মহিলা, তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ফি লাগবে না। ফি জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্ট নিয়ে নেবেন। বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

কেরিয়ার সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন থাকলে জানান আমাদের মেল করে।

jugasankha.suppli@gmail.com

রাজ্যসভার সচিবালয়ে বিভিন্ন পদে ১১১ নিয়োগ

অ্যাসিস্ট্যান্ট লেজিসলেটিভ অফিসার, স্টেনোগ্রাফার, সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্টসহ বিভিন্ন পদে ১১১ জন কর্মী নিয়োগ করবে রাজ্যসভা সচিবালয়। ২ বছরের প্রোবেশন। প্রার্থী বাছাই করবে রাজ্যসভা সচিবালয়ের রিক্রুটমেন্ট সেল। পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 1;2017

শূন্যপদের বিবরণ:

পোস্ট গ্রুপ কোড III: পোস্ট কোড ৩: অ্যাসিস্ট্যান্ট লেজিসলেটিভ/ কমিটি/ প্রোটোকল/ এগজিকিউটিভ অফিসার: ২০টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৫)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক।

পোস্ট কোড ৪: স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ): ১১টি (সাধারণ ৬, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৪)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক, সঙ্গে শর্টহ্যান্ডে ইংরেজিতে মিনিটে ন্যূনতম ৮০টি শব্দের দ্রুততা থাকতে হবে। হিন্দি এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় স্টেনোগ্রাফির দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার।

পোস্ট কোড ৫: সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রেড টু): ২১টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক। প্রার্থীকে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। দৈহিক মাপজোক: উচ্চতা: পুরুষদের ক্ষেত্রে অন্তত ১৬৭.৫ সেমি এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে অন্তত ১৫৪.৬ সেমি। পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীরা ২.৪ সেমি ছাড় পাবেন। বুকের ছাতি (শুধু পুরুষদের ক্ষেত্রে) না ফুলিয়ে এবং ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৬.৫ সেমি ও ৮১ সেমি। দৃষ্টিশক্তি: চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/১২।

এনসিসি-র 'সি' সার্টিফিকেট থাকলে, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রাজ্য বা দেশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকলে বা ইন্টার ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধিত্ব করে থাকলে অগ্রাধিকার।

পোস্ট গ্রুপ কোড IV: পোস্ট কোড ৯: ট্রান্সলেটর: ১৯টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৪)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, স্নাতকে অন্যতম বিষয় হিসাবে ইংরেজি এবং হিন্দি পড়ে থাকতে হবে; অথবা হিন্দিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, স্নাতকে অন্যতম বিষয় হিসাবে ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে। কিংবা যে কোনও শাখায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, স্নাতকে অন্যতম বিষয় হিসাবে ইংরেজি এবং হিন্দি পড়ে থাকতে হবে। সেইসঙ্গে হিন্দি থেকে ইংরেজি এবং ইংরেজি থেকে হিন্দি ভাষায় ট্রান্সলেশনের সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা কোর্স করে থাকতে হবে। এর পাশাপাশি সরকারি কোনও সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পোস্ট কোড ১০: প্রুফরিডার: ৩টি (সাধারণ ২, তফসিলি উপজাতি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক। স্নাতকে অন্যতম বিষয় হিসাবে ইংরেজি বা হিন্দি পড়ে থাকতে হবে। এর পাশাপাশি এআইসিটিই দ্বারা স্বীকৃত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে প্রিন্টিং টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা অথবা বুক পাবলিশিংয়ে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা। কিংবা স্নাতক, সঙ্গে কোনও প্রকাশনা সংস্থায় বা ছাপাখানায় সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে অ্যাসিস্ট্যান্ট লেজিসলেটিভ অফিসার এবং ট্রান্সলেটর পদের ক্ষেত্রে ৪,৮০০ টাকা, স্টেনোগ্রাফার, সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং প্রুফরিডার পদের ক্ষেত্রে ৪,২০০ টাকা।

পোস্ট গ্রুপ কোড III: পোস্ট কোড ৬: সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট (ইংলিশ): ৩০টি। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত বা অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক, সঙ্গে কম্পিউটারে ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে ৪০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটারে হিন্দি এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই প্রতি মিনিটে ৪০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার।

পোস্ট কোড ৭: সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট (হিন্দি): ৭টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক, সঙ্গে কম্পিউটারে হিন্দিতে প্রতি মিনিটে ৪০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটারে হিন্দি এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই প্রতি মিনিটে ৪০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার।

বেতন: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৪০০ টাকা। সব কটি পদের ক্ষেত্রেই এআইসিটিই স্বীকৃত কম্পিউটার সার্টিফিকেট বা ডোয়েক 'ও' লেভেল কোর্স করা থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স: ১৮-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ (ট্রান্সলেটর এবং প্রুফ রিডার পদের ক্ষেত্রে ৩৫) বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে কম্পিউটারভিত্তিক প্রিলিমিনারি এগজামিনেশন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স (রিজনিং এবিলিটি), জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বিষয়ে। পশ্চিমবঙ্গের প্রিলিমিনারি পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা এবং দুর্গাপুর। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.rajyasabha.nic.in। এর জন্য প্রার্থীর একটি চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ আগস্ট। অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর জেপিজি বা জেপেগ ফরম্যাটে স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো (অবশ্যই সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড হতে হবে) এবং কালো কালিতে করা সই আপলোড করতে হবে।

ফি-বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ৩০০ টাকা। মহিলা, তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের কোনও ফি লাগবে না। অনলাইনে ফি দেওয়া যাবে নেট ব্যাংকিং অথবা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০ আগস্ট। অনলাইনে ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্টের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর রেজিস্ট্রেশন স্লিপের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখতে হবে। পরে কাজে লাগবে। বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

আগামী সংখ্যায় থাকবে আরও অনেক চাকরির খবর

কেরিয়ার ইনফো

● এসএসসি: স্টাফ সিলেকশন কমিশন আয়োজিত 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার্স এগজামিনেশন' হয় দু'টি পেপারে। মোট ৫০০ নম্বরের পরীক্ষা। পেপার ওয়ান অনলাইন ও পেপার টু লিখিত পরীক্ষা। পেপার ওয়ানে থাকে ৫০ নম্বরের জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ও রিজনিং, ৫০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস এবং ১০০ নম্বরের ইঞ্জিনিয়ারিং-সংক্রান্ত বিষয়ের তিনটি পার্টের প্রশ্ন থাকে। প্রথম পার্টে থাকে জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিভিল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল) বিষয়ে প্রশ্ন। দ্বিতীয় পার্টে জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইলেকট্রিক্যাল) এবং তৃতীয় পার্টে জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (মেকানিক্যাল) বিষয়ে প্রশ্ন। ইঞ্জিনিয়ারিং-সংক্রান্ত বিষয়ে তিনটি পার্টের মধ্যে যে কোনও একটি পার্টের উত্তর দিতে হয়। এই পেপারে সব প্রশ্নই হয় অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েস। সময়সীমা ২ ঘণ্টা। পেপার টুয়ে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ৩০০ নম্বরের কনভেনশনাল প্রশ্ন হয়। সময়সীমা ২ ঘণ্টা। বিশদে জানতে দেখুন: www.ssc.nic.in

● নার্সিং: রাজ্যের সরকারি নার্সিং ট্রেনিং স্কুলগুলিতে প্রতি বছর ৬ মাসের ইন্টার্নশিপসহ তিন বছরের জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্সে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দফতর। শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক পাস বা সমতুল। প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলা ও নেপালি ভাষা লিখতে, পড়তে ও বলতে জানতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় আবশ্যিক বিষয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা তৈরি করা হয়। ভোকেশনাল বা অ্যাডিশনাল বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর এক্ষেত্রে গণ্য হয় না। বয়স হতে হবে ১৭ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। প্রার্থীকে অবশ্যই আবেদনের দিন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে একটানা ৫ বছর স্থায়ীভাবে বসবাস করে থাকতে হবে। এটি একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স। থাকার খরচ বাবদ মাসে ১২ টাকা করে দিতে হবে। ওয়েবসাইট: www.wb-health.gov.in

● ব্যাংকিং: ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্সে ১ বছরের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স করতে হলে যোগাযোগ করতে হবে বরোদা মণিপাল স্কুল অব ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট ৬০ শতাংশ (তপসিলিদের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নম্বরসহ স্নাতক বা সমতুল ডিগ্রি থাকতে হবে। ফাইনাল ইয়ারের ছাত্ররাও আবেদন করতে পারে। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের মার্কশিট জমা করতে হবে। প্রার্থী বাছাই করা হয় অনলাইন পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন ও পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

পরীক্ষায় থাকবে রিজনিং, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, ব্যাংকিং ব্যবস্থা-সংক্রান্ত প্রশ্ন-সহ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। প্রতিটি অংশের মান ৫০ নম্বর। অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন হবে। সময় ২ ঘণ্টা। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। বিস্তারিত জানতে দেখুন: www.bankof-boroda.co.in

● রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর ৫ বছরের মধ্যে যখন ইচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া যাবে। এই সময়সীমার মধ্যে যে বছর যে বিষয়ে পাস করবেন, সেই বিষয়ের নম্বর মার্কশিটে যুক্ত হবে। তবে ভর্তির পর প্রথম বছরের শেষে তিনটির বেশি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবেন না। দ্বিতীয় বছরের শেষে সবক'টি বিষয়ে একবারে পরীক্ষা দিতে পারবেন। প্রতি বিষয়ে পাস নম্বর মোট নম্বরের ৩০ শতাংশ। এই মুক্ত বিদ্যালয় থেকে পাস করার পরে প্রাপ্ত নম্বরে সন্তুষ্ট না হলে আবার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে আগের নম্বর বাতিল বলে গণ্য হয়। তবে কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট নিয়ে নিলে পাস করা বিষয়েগুলিতে আর পরীক্ষা দেওয়া যায় না। ওয়েবসাইট: www.twbcros.org

কেরিয়ার জিজ্ঞাসা

● আমি জাপানি কোয়েলের চাষ করতে আগ্রহী। পাখির ছানা কোথায় কিনতে পাওয়া যায় জানতে চাই? (অনিল বারুই, বারাসাত)

এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে রাজ্য মুরগি খামারে যোগাযোগ করতে পারেন। এটি টালিগঞ্জে অবস্থিত। ওখান থেকেই জাপানি কোয়েলের ছানা কিনতে পাওয়া যায়। যোগাযোগ করুন: ৪২, গ্রাহাম রোড, টালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০০৪০, ফোন: ২৪১১-৫৩১৪

● মাছ চাষ করতে আগ্রহী। কোথায় প্রশিক্ষণ নিতে পারব? (বিষ্ণু দাস, বারুইপুর)

পৈলানের মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন। সরকারি এই গবেষণা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ঠিকানা: পৈলান, ডায়মন্ড হারবার রোড, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ফোন: ২৪৭৯-৮২০৯।

এছাড়াও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফি ৮০০ টাকা। যোগাযোগ: বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদিয়া। ফোন: ২৫৮০-৮৩৭১।

● দেশের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় হস্তশিল্প সামগ্রীর বিভিন্ন প্রদর্শনী ও মেলার আগাম খবর বিশদে জানতে চাই? কীভাবে জানতে পারব জানালে উপকৃত হব। (অগ্নি মণ্ডল, ব্যারাকপুর)

ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্ট প্রোমোশন সোসাইটি থেকে খবর পেতে পারেন। এই সংস্থার মাধ্যমে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রদর্শনী ও মেলায় অংশগ্রহণ করার সুযোগও পেতে পারেন। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন: ২, চার্চ লেন, রুম নম্বর-৪০১, পঞ্চম তল, কলকাতা-১। ফোন: ২২৪৩-৯১৮৮/৯১৮৭। ওয়েবসাইট: www.wbseps.com

কেরিয়ার টিপস

আপনার বেকারত্বের কারণ আপনিই নন তো?

আপনি অনেক মেধাবী। পড়াশোনাও অনেক করেছেন। সাধারণ জ্ঞানও রয়েছে। তবুও চাকরিটা হচ্ছে না। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও কোথায় যেন ভুল হচ্ছে। ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় চাকরি প্রার্থীরা মারাত্মক কিছু ভুল করে থাকেন। যার ফলে আপনার মধ্যে সমস্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরিটা হচ্ছে না। আর আপনার মধ্যে ক্রমশ হতাশা বাড়ছে।

অনেকেই প্রশ্নকর্তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন না। এটাই চাকরিপ্রার্থীর ভঙ্গিমার সবচেয়ে বড় ভুল বলে বিবেচিত হয়। অধিকাংশ চাকরিদাতাই মনে করেন, চাকরিপ্রার্থীদের সবচেয়ে বড় ভুল হল চোখের দিকে না তাকানো। এর থেকে বোঝা যায়, আপনার মধ্যে রয়েছে আত্মবিশ্বাসের অভাব। এই কারণে আপনি অনেক কিছু জানা সত্ত্বেও কাজ হারিয়ে ফেলেন।

ইন্টারভিউ দিতে অনেকে টেবিলের ওপরে এটা-ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। হাতের কাছে কিছু ধরার চেষ্টা করেন। এটা খুব বড় ধরনের বদভ্যাস। এতে কর্তৃপক্ষ বিরক্ত বোধ করেন যে কর্তৃপক্ষের প্রশ্নকে গুরুত্বের সঙ্গে আপনি দেখছেন না। এই ধরনের কাজ করা একদমই ঠিক নয়। যা আপনার ছেলেমানুষীর পরিচয় দেয়।

ইন্টারভিউ দিতে এসে অনেকেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান। গলা শুকিয়ে আসে। তার অপ্রস্তুত ভাবটা মুখেও প্রকাশ পায়। চোখে-মুখে ভয় ও অহেতুক গাম্ভীর্য ফুটে ওঠে। ফলে তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে না। হয়তো একটু ভয় পাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সেটি যত প্রকাশ না পায় ততটাই ভালো। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করুন।

ইন্টারভিউ বোর্ডে থাকা কর্তাব্যক্তির সঙ্গে করমর্দনের ক্ষেত্রেও অনেকের দুর্বলতা থাকে। অনেকে আবার খুব জোরে হ্যান্ডশেক করেন যা প্রশ্নকর্তার ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। সব কিছুর মতো হ্যান্ডশেক করুন স্বাভাবিক নিয়মে।

ইন্টারভিউ দিতে এসে কারও বসে থাকার মধ্যে অস্থিরতা দেখা যায়। ফলে অনবরত নড়াচড়া করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। নিজের মধ্যে অস্থিরতা প্রকাশ করাও অযোগ্য প্রমাণিত হওয়ার অন্যতম কারণ।

প্রশ্নকর্তার সামনে বসে অনেকেই বুকের কাছে হাত ভাঁজ করে রাখেন। সাবলীলভাবে বসতেও পারেন না। অথবা হাত কীভাবে রাখবেন সেটা ঠিক করতে না পেরে হাত নিয়ে নানারকম করতে থাকেন। এতেও প্রার্থীর অযোগ্যতা প্রমাণিত হয়। ফলে দেখা যায়, প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিলেও এই একটি ভুলের জন্য চাকরিটা হাতছাড়া হয়ে যায়।

অনেকে আছেন বার বার কপালের উপর থেকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে মাথার দিকে চুল সরাতে থাকেন। কারওর চুল বড় থাকলে তা কপালে এসে পড়ে আর তিনি তা বারবার হাত দিয়ে সরিয়ে দেন। এজন্য ইন্টারভিউয়ের আগে মেয়েরা চুল ভালোভাবে বেঁধে রাখুন যাতে বারবার চুল মুখের সামনে এসে আপনাকে বিরক্ত না করে, ছেলেদের ক্ষেত্রে বলব চুল পরিপাটি করে আঁচড়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

অনুপযুক্ত অঙ্গভঙ্গি ও আচরণও ব্যর্থতার কারণ। শুধু প্রশ্নের উত্তর কীভাবে দিলেন, তার উপরেই চাকরির সবটুকু নির্ভর করে না। আপনার ভাবভঙ্গি কেমন তার উপরেও অনেক কিছু নির্ভর করে। চাকরিদাতারা বাচনভঙ্গির বাইরের অন্য লক্ষণ দেখেও যোগ্যতা বুঝে নিতে চান।

নিজেকে ইন্টারভিউ দেওয়ার উপযুক্ত প্রার্থী হিসাবে গড়ে তুলুন। মনে রাখবেন নিজের ভুলে নিজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

কেরিয়ার অ্যাডভাইস

পছন্দের কাজে বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধির কৌশল

মানুষ হয়ে যখন জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তখন নানাবিধ শখ তো থাকবেই। প্রত্যেক মানুষেরই কোনও না কোনও শখ বা ইচ্ছা থাকে। কেউ সাঁতার কাটতে পছন্দ করে, কেউ-বা দাবা খেলতে পছন্দ করে আবার কেউ সিনেমা দেখতে পছন্দ করে। কেউ-বা মোবাইলে গান শোনেন, বন্ধুদের সঙ্গে ফেসবুক করেন। তবে কাজগুলোর মাধ্যমে আপনি কিন্তু আপনার সময়ের অপচয় করছেন এটা মনে করার কোনও দরকার নেই। কারণ এই কাজগুলি আপনার জীবনে উন্নতি করতে সাহায্য করছে। আপনি কি কখনও চিন্তা করেছেন, এই শখের কাজগুলোই আপনার স্মৃতিশক্তি এবং জ্ঞানীয় কাজের উন্নতি ঘটাতে সক্ষম? হ্যাঁ, আপনি যদি আপনার শখের কাজগুলো করে অনেক আনন্দ পান তাহলে সেগুলো আপনাকে আরও অনেক বেশি বুদ্ধিমান হতে সাহায্য করবে। শুনতে অবাক লাগলেও এটিই সত্যিই।

১) **বাদ্যযন্ত্র বাজানো:** সংগীত আমাদের সকলের প্রিয়। বিষণ্ণ মনে থাকলেও সংগীতের জাদু আপনার মনকে খুব কম সময়ের মধ্যে প্রসন্ন করতে সক্ষম। কিন্তু সংগীতের অপর একটি দিক রয়েছে যেটি ভুললে চলবে না। বাদ্যযন্ত্র বাজানো সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা, ভাষা ও গণিতের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বাদ্যযন্ত্র বাজালে নতুন সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে করপাস কেলুসাম শক্তিশালী হয় যা মস্তিষ্কের হেমিস্প্যেয়ারের সঙ্গে সংযুক্ত। আপনার বয়স যতই হোক না কেন একটি উন্নত করপাস কেলুসাম কার্যনির্বাহী দক্ষতা, স্মৃতি, সমস্যার সমাধান করার এবং মস্তিষ্কের সার্বিক কাজেরই উন্নতি ঘটায়।

২) **পড়ার অভ্যাস:** বই পড়া একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা আপনার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করার পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে আরও জানতে সাহায্য করে। সেইসঙ্গে গল্প-উপন্যাস পড়া অথবা পত্রিকা পড়া যাই পড়ুন না কেন, তা আপনার স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করবে, আপনি নিজের সম্পর্কে ভালো অনুভব করতে পারবেন এবং আপনার সকল ধরনের বুদ্ধিমত্তার বৃদ্ধি ঘটাবে। এই কাজটি যে কোনও রকম সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান প্রাত্যহিক জীবন পরিচালনা করতে সাহায্য করে অনেক বেশি। অন্যদের বোঝার ক্ষমতা বাড়ে। কর্মক্ষেত্রে কাজ বোঝার ক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়ে।

৩) **শরীরচর্চা করা:** ব্যায়াম করা ভালো এই কথাটি আমরা সবাই জানি, কিন্তু নিয়মিত ব্যায়াম করলে যে বুদ্ধিমত্তাও বৃদ্ধি পায়, এটা কি জানেন? হ্যাঁ, ব্যায়াম করলে Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) নামের একধরনের প্রোটিনের নিঃসরণ ঘটায় যা জ্ঞানীয় সুবিধা যেমন—দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। ২০০৯ সালে ডার্ট মাউথ কলেজের এক গবেষণায় এই তথ্য পাওয়া যায়। যোগা অথবা দৌড়ানো আপনি যেটা করতে পছন্দ করেন সেটাই করুন।

৪) **ভিডিও গেম খেলা:** ভিডিও গেম-এর বেশ দুর্নাম আছে, সব ভিডিও গেম কিন্তু খারাপ না। এই গেম খেলার জন্য অভিভাবকদের শাসনের কাছে প্রায় নাজেহাল হতে হয় সন্তানদের। কিছু গেম আছে যা আমাদের মস্তিষ্ককে সুশাসিত করে। কর্মের স্মৃতির উন্নতি ঘটায়। পূর্বে সংরক্ষিত তথ্য ও নতুন তথ্যকে প্রোসেস করে এবং ধারণ করে। ২০১২ সালে লিন্ডার বিশ্ববিদ্যালয় এই তথ্য প্রকাশ করে। দিনে ৩০ মিনিট ভিডিও গেম খেললে ব্রেইন-এর গ্রে ম্যাটার বৃদ্ধি পায়। ফলে স্থানিক পরিভ্রমণ, কৌশলগত পরিকল্পনা ও গতির কর্মদক্ষতার উন্নতি ঘটায়।

৫) **বিদেশি ভাষা শিক্ষা:** ভাষাশিক্ষা আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে ভীষণভাবে কাজে লাগে। যা আমাদের আলাদাভাবে কর্মদক্ষও করে তোলে। বিদেশি ভাষা শিখলে একটি নতুন দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পাশাপাশি অন্তরদৃষ্টি গভীর হয় এবং এর ফলে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা সহজ ও দ্রুত হয়। তাই শৈশবেই বিদেশি ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তবে পূর্ণবয়স্ক অবস্থাতেও বিদেশি ভাষা শিখতে পারেন। ভাষাশিক্ষার ফলে মস্তিষ্কের উন্নয়ন হয় এবং জটিল কাজ সমাধান করা সহজ হয়।

৬) **ভ্রমণ:** ভ্রমণ শুধুমাত্র একঘেয়েমি দূর করে না বরং বুদ্ধিমত্তাও বৃদ্ধি করে। ভ্রমণে শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরনের পরিশ্রমই হয়, ফলে মনের চাপ কমে। স্ট্রেস কমলে কাজের প্রতি মনোযোগী হওয়া ও ভালোভাবে কাজ বুঝতে পারার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। নতুন জায়গায় ভ্রমণের ফলে আপনি নতুন অনেক কিছু শিখতেও পারেন। বিপরীত ধরনের মানুষ, খাদ্য, সংস্কৃতি, জীবনধারা ও সামাজিকতার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন, যা আগে আপনি জানতেন না। এছাড়া শখের আরও অনেক কাজ করে আপনি আপনার বুদ্ধিমত্তা বাড়াতে পারেন।

যুগশঙ্খ SUPPLI | পরিকল্পনা ও সম্পাদনা: বিপ্লব রায় | 'target@কেরিয়ার' ক্রোড়পত্রটি আপনাদের কেমন লাগছে jugasankha.suppli@gmail.com আইডি-তে মেল করে জানান।